যোগদানের প্রচার বাতী... প্রভাবিত করেছিল ... তার লেখার মধ্যে আমেরিকার মানুষজনকে ব্যাপক ভাবে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল।

২.৩.২. আমেরিকার বিপ্লব ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ :

১. ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ : উত্তর আমেরিকায় সংঘটিত ইউরোপীয় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ 'ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ' (French and Indian war) নামেরও পরিচিত।

উত্তর আমেরিকায় ঔপনিবেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। ব্রিটিশ অধিকারিকরা ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আলবানি কংগ্রেস (Albany Congres) এ যুদ্ধের জন্য জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা উপনিবেশগুলি থেকে মানুষের পূর্ণ সমর্থন লাভে ব্যার্থ হয়েছিল। তবে এতদ্সত্ত্বেও আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা প্রশ্নাতীতভাবে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অন্যদিকে ফরাসী বাহিনীতে যোগদান করেছিল বিভিন্ন নেটিভ আমেরিকান উপজাতি (Native American Trife) -র মানুষেরা (এই জন্য এই যুদ্ধকে 'ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়)। যাইহোক, শেষপর্যন্ত ব্রিটিশরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করছিল এবং ব্রিটিশ কর্তৃক কানাডা ও ওহিও উপত্যাকা (Ohiho Valley)-এর প্রধান ফরাসী শহর ও দূর্গগুলি দখলের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

২. পোনটিয়াক (Pontiac) এর বিদ্রোহ : পোনটিয়া ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী ওট্টাওয়া (Ottawa) সর্দার। তিনি আগ্রাসী শ্বেতাঙ্গদের উপজাতি অঞ্চল দখলের বিরোধী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি উত্তপ্ত ওহিও উপত্যাকার বিভিন্ন উপজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ দূর্গ ও আমেরিকান বসতগুলির উপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সেনা পোনটিয়াক এর বিদ্রোহ দমন করেছিল। এরপোর নেটিভ আমেরিকানদের সাথে শান্তি সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট '১৭৬৩ এর ঘোষণা' (Proclaimation of 1763) জারি করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, কোন চুক্তি বা ক্রয়ের মাধ্যমে নেতধিভদের অঞ্চলে বসতি গড়ার অধিকার পাওয়া ব্যাতীত আমেরিকান ঔপনিবেশিকরা নেটিভ আমেরিকান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে পারবে না।

৩. ব্রিটেনের সক্রিয় নীতি : 'ফরাসী ও ভারতিয় যুদ্ধ' এ ব্রিটেনের সাফল্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল (George Grenville)

১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন 'নেভিগেশন আইন' (Navigation Acts) কার্যকর করেছিলেন। এছাড়া তিনি ঐ বছরই চিনির উপর কর আরোপের জন্য 'সুগার অ্যাক্ট' (Sugar Act) এবং বাজার থেকে কাগুজে মুদ্রা (যার বেশিরভাগ ফরাসী ও ভারতিয় যুদ্ধের সময় থেকে প্রচলিত ছিল) তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে 'কারেন্সি অ্যাক্ট (Currency Act) প্রবর্তন করেছিলেন। একবছর পর তিনি প্রবর্তন করেছিলেন 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট (Stamp Act) যার মাধ্যমে ছাপানো বস্তুর উপর কর ধার্য্য করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি 'Quarterting Act' ও প্রবর্তন করেছিলেন। এই আইনে আমেরিকাবাসীদের বাধ্যতামূলক ভাবে ব্রিটিশ সৈন্যর খাদ্য ও বাসস্থানের দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

৪. **প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই কর আরোপ :** ব্রিটেন শুধুমাত্র রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যই প্রথম 'সুগার অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেছিল। এর প্রেক্ষিতে তেরোটি উপনিবেশের আমেরিকাবাসীরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধি ছাড়াই এধরনের কর ধার্য (taxation without representation) এর প্রতিবাদে সরব হয়েছিল এবং প্রতিবাদ স্বরূপ অলিখিতভাবে কিছু ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করছিলন। নিউইয়র্কে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট কংগ্রেসে মিলিত হয়ে কিছু ঔপনিবেশিক নের্তৃবর্গ এই প্রত্যাহারের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ও রাজা তৃতীয় জর্জকে আবেদন জানিয়েছিলন। এরই প্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে জনতার চাপে ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে 'স্ট্যাম্প অ্যাক্ট' প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষনার আইন (Declaratory Act) জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ঔপনিবেশিকদের উপর কর ধার্যের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আছে।

৫. **'টাউনসেন্ত অ্যাক্ট' (Townshend Act) ও বোস্টন হত্যাকান্ড :** ১৭৬৭ খ্রিঃ এ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'টাউনসেন্ত অ্যাক্ট' জারি করেছিল। এই আইনানুসারে সীসা, রঞ্জক পদার্থ, এবং চা এর উপর কর আরোপ করা হয়েছিল যা 'টাউনসেন্ত শুল্ক' (Townsce) নামে পরিচিত হয়। একইভাবে ব্রিটেন 'Suspension Act' জারি করে 'Quartering Act' কার্যকর না করার জন্য নিউইয়র্ক যে অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল তা স্থগিত করে দিয়েছিলন। হিংসাত্মক প্রতিবাদ এড়ানোর জন্য ম্যাসাচুসেটস এর গভর্ণর টমাস হাচিনসন (Thomas Hutchinson) ব্রিটিশ সেনার সাহায্য নিয়েছিলেন। ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ৪০০০ ব্রিটিশ সেনা বোস্টন শহরে অবতরণ করেছিল শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। এতৎসত্ত্বেও ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ৫ মার্চ একদল উন্মত্ত জনতার সাথে ব্রিটিশ সেনার সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষে পাঁচজন বোষ্টনীবাসী নিহত হয়েছিল এবং এই বোষ্টন হত্যাকান্ড' এর সংবাদ দ্রুত অনান্য উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল।

৬. **বোস্টন টি পার্টি (Boston Tea Party) :** ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'চা আইন' (Tea act) প্রবর্তন করেন। এই আইন মারফৎ ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে চা রপ্তানী করার একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল। বলাবাহুল্য এই আইনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরের চা আড়তদার ইস্তফা দেয় কিংবা তাদের অর্ডার বাতিল করে এবং ব্যবসায়ীরা প্রেরিত মাল নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু ম্যাসাচুসেটস এর গভর্ণর এই আইন কার্যকর করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনটি জাহাজ বোস্টন বন্দরে এলে সেই সব জাহজের মাল খালাস করা এবং সেই মালের উপযুক্ত অর্থ যেন প্রদান করা হয়। যদিও ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর বোস্টন বন্দরে জাহাজগুলি এলে ৬০ জন ঔপনিবেশিক নেটিভ আমেরিকানদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে সব চা এর বাক্স সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। এই ঘটনা 'বোস্টন টি পার্ট' নামে খ্যাত।

৭. Intolerable Act' ও 'Quebec Act' : ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'দমনমূলক আইন বা 'Coedricive Act' প্রবর্তন করে। এই আইনই 'Intolerable Act' নামে পরিচিত। এই আইন জারি করে বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যতদিন না পর্যন্ত বোস্টন টি পার্টি' ঘটনায় ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যা ক্ষতি হয়েছে তা পরিশোধ করা হচ্ছে তা বন্ধ থাকবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে নিউ ইংল্যান্ডের তীব্র শীতে ঠান্ডা ও ক্ষুধা থেকে বোস্টন বাসীদের রক্ষা করার জন্য সমস্ত উপনিবেশ থাকে আমেরিকাবাসীরা স্থলপথে বোস্টনে খাদ্য ও অনাণ্য সামগ্রী পাঠিয়েছিল।

পার্লামেন্ট একইসাথে ; 'Quebec Act' জারি করেছিল। এই আইনে ফরাসী কানাডিয় ক্যাথলিক (French Canadian Catholien) দের বেশ কিছু অতিরিক্ত অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এবং ফরাসী কানাডিয়া এলাকার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছিল দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে নিউইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়ার সীমানা পর্যন্ত।

৮. প্রথম কনটিনেন্টাল কংগ্রস এবং বয়কট : 'Intplerable Act' এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে শরৎকালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম কনটিনেন্টাল কংগ্রেসে (First Continental Congres) একত্রিত হয়েছিলেন। এই অধিবেশনে তাঁরা পুনরায় ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জ ও ব্রিটেনবাসীদের কাছে এই আইন প্রত্যাহার করে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার প্রার্থনা জানিয়ে এক আবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁরা উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ পন্য বয়কট করার সিদ্ধান্তও গ্রহন করেছিলেন।

৯. লেক্সিংটন, কনকর্ড (Concord) এবং দ্বিতীয় কনটিনেন্টাল কংগ্রেস : ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৯ এপ্রিল বোস্টনের ব্রিটিশ বাহিনীর একটা সেনাদল পাশের শহর কনকর্ড এ উপনিবেশিক সামরিক অস্ত্রাগার দখল করতে গিয়েছিল। কিন্তু লেক্সিংটন (Lexington) ও কনকর্ডের স্থানীয় সৈনিকরা তাদের বাধা দিয়েছিল এবং আক্রমণ করেছিল। দুই পক্ষের সংঘর্ষে শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাদল বোস্টনে ফিরে যেতে বাধ্য

হয়েছিল। শুধু তাই নয়, স্থানীয় সৈনিকদের সাহায্যার্থে নিকটবর্তী উপনিবেশের হাজার হাজার স্থানীয় সৈনিক বোস্টনে একত্রিত হয়েছিল।

এই সময়ে বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিরা দ্বিতিয় কনটিনেন্টাল কংগ্রেসে মিলিত হয়ে বিকল্প ব্যবস্থনার সন্ধানে আলোচনা শুরু করেছি। এবং শান্তিপূর্ণ সমঝোতার শেষ প্রচেষ্টা স্বরূপ তারা ব্রিটেনের কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠায়, যা 'Olive Branch Petition' নামে পরিচিত। এই আবেদনপত্রে তারা ইংল্যান্ডরাজ তৃতীয় জর্জের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করে এবং রাজাকে তাদের অভাব অভিযোগের প্রতি মনোনিবেশ করতে আবেদন জানায়। কিন্তু ইংল্যান্ডরাজ তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং সরকারীভাবে উপনিবেশগুলিকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বলপূর্বক দমন করতে উদ্যত হন।

২.৩.৪. আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল ও তাৎপর্য :

আমরিকার বিপ্লবের সাফল্যে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই রাজ্যগুলি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করলে নতুন সংবিধান রচনা করা হয় এবং সনদও গ্রহণ করা হয়। আমেরিকায় নতুন সংবিধান প্রনয়ন করা হয় ১৭৮৭ খ্রিঃ। তবে এই সংবিধান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যকে সুদৃঢ় করলেও এর মধ্যে কিছু পরস্পর বিরোধী প্রতিবিধান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একদিকে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের 'সাম্য' (equality) এর অধিকারের কথা বলা হয়েছিল অন্যদিকে সেখানে অ্যাঙ্গো-আমেদরিকান দাসপ্রথাকেও বজায় রাখা হয়েছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নেটিভদের বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ, এরপর আরও বেশি সংখ্যায় ঔপনিবেশিক অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের আগমন ঘটেছিল আমেরিকায়। এর প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিকদের সাথে নেটিভদের সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার বিপ্লবের তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, সেই সময় অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং সকল মানুষের সম্মতিতে শাসনকার্য পরিচালনার ঘটনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমেরিকার বিপ্লবের সাফল্য ফ্রান্স ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবকে উৎসাহিত করেছিল। আমেরিকার বিপ্লবের স্বাধীনতা ও স্বশাসনের আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আলোকদিশা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

আমেরিকার জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলন আমেরিকার বিপ্লবের আদর্শগত ভিত্তি প্রদান করেছিল। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, উদারনিতিবাদ ও প্রজাতন্ত্রবাদ বিপ্লবী আদর্শকে সমৃদ্ধ করেছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের এই মহান ভাবাদর্শগুলি সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে পরিবর্তন এনেছিল এবং এমন এক বৌদ্ধিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল যা প্রগতিশীল সমাজ গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নারীদের সাম্যের আদর্শ এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদানের ধারণা তৎকালীন সময়ের নিরিখে যথেষ্ট অভিনব ছিল। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আমেরিকা সকলকে অর্থাৎ সম্পত্তিহীন মানুষ, নারী, এবং যেকোন বর্ণের মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদানে উদ্যোগী হয়েছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্য :

বিশ্বের ইতিহাসে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এক যুগান্তকারী ঘটনা এর ফলাফল ও তাৎপর্য ছিল সুদূর প্রসারী।

১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামে এক নতুন রাষ্ট্রেরের উদ্ভব ঘটেছিল। প্যারিসের চুক্তি

(১৭৮৩) র মাধ্যমে ইংল্যান্ড আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল।

২. ওয়েস্ট ইন্ডিজের টোবাগো (tobago) এবং পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল (Senegal) ফরাসি অধিকারে এসেছিল। মিনোর্কা (Minorca) এবং ফ্লোরিডা-র উপর স্পেনের ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়েছিল।

৩. ইংল্যান্ড ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ইংল্যান্ড শুধু মাত্র উপনিবেশগুলি হারায় নি, তার সাথে জাতীয় ঋণের বোঝা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে ব্রিটিশ নৌশক্তির প্রাধান্য ম্লান হয় নি। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌশক্তির কাছে ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবহর চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিল।

৪. আমেরিকার বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে ফ্রান্স কেও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই যুদ্ধের সময় নৌশক্তি ও সামরিক খাতে ফ্রান্সকে যে বিপুল ব্যায় করতে হয়েছিল তার ফলে রাজকোষে টান পড়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ফরাসী সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি ফরাসী রাজতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ ফরাসীরা আগেই প্রত্যক্ষ করেছিল আমেরিকাবাসীরা কিভাবে রাজতন্ত্রকে অপসৃত করেছিল। তাই তারা আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কার্যকরী করতে উদ্যত হয়েছিল।

৫. বিপ্লবের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কনটিনেন্টাল কংগ্রেস যে সংবিধান কাঠামো তৈরি করেছিল তার ফলে এক নতুন সংবিধান রচিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ফিলাডেলফিয়াকে একটা বিশেষ দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই সংবিধান রচনা করেছিল। এই প্রতিনিধিদের সম্মেলন ১৭৮৭ খ্রিঃ এর সাংবিধানিক সম্মেলন (Constitutional Convention) নামে পরিচিত।

৬. আমেরিকা নতুন প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। এর মাধ্যম রাজতন্ত্র ও মানুষের উপর রাষ্ট্রের অবাধ নিয়ন্ত্রণের ধারণা পরিত্যাক্ত হয়। এছাড়া এই যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুওল্য, এটাই ছিল প্রথম রাষ্ট্র যেখানে প্রকৃত অর্থে জনগণের সম্মতিতে শাসন শুরু হয়েছিল।

আমেরিকার বিপ্লব সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র সূচনা করেছিল। যুদ্ধের শেষে ঔপনিবেশিকরা প্রথমে 'Articles of confederation' এর পরিমার্জন ঘটিয়েছিলো। আসলে এই ধারার মাধ্যমে প্রকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বাঁধন ছাড়াই উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনভাবে একত্রিত করা হয়েছিল। তাই প্রবল আপত্তি সহকারে নেতৃবর্গ এই ধারাগুলি বর্জন করে ১৭৮৭ খ্রিঃ সংবিধানের পরিমার্জন ঘটিয়েছিলেন। এই পরিমাজর্নের পরিনতিতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বর্তমান রূপ নিয়েছিল। যাইহোক ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিলে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বিপ্লব আমেরিকার ধর্মীয় জীবনকেও আলোড়িত করেছিল। এর প্রেক্ষিতে আমেরিকাবাসীর কঠোর ক্যালভিনবাদ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল। যদিও তারা বিশ্বাস করত যে, 'মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার আছে, আত্মসুখের সন্ধান মানুষের জন্মগত অধিকার সকল মানুষই সমান, সমাজের উন্নতির জন্য ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা জরুরী .....'

বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আমেরিকান ও ইউরোপীয় বিশেষত ইংলিশ চার্চের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েগিয়েছিল। 'Congregational' চার্চগুলি পূর্ণস্বশাসন পেয়েছিল এবং 'Presbyterian' চার্চগুলি 'ইংলিশ' চার্চগুলির সাথে বন্ধন বজায় রেখেছিল। বিপ্লবের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল 'Bill of Rights' প্রণয়ন। সংবিধানে প্রথম যে দশটি সংশোধন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল ধর্মসংক্রান্ত। এই সংশোধনের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভাব অপসৃত হয়েছিল। তবে এর ফলে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগীতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।